৪

পরিবার
Family

পরিবার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একত্রে বসবাস। সামাজিক জটিল প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ধরনে এসেছে বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন। সাম্প্রতিক সংজ্ঞায় পরিবার হল আত্মীয়তার সম্পর্ক বা একই ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ একটি জনসমষ্টি যেখানে প্রাপ্ত-বয়স্করা তাদের নিজেদের ও পোষ্য ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করে থাকে।

পরিবারের কাজ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যৌন-নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন, শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য, সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণা-বেক্ষণই হচ্ছে পরিবারের কাজ। পরিবার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে।

সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের রূপেরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিভিন্ন সমাজে পরিবারের বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। তবে সাধারণ গঠনের দিক থেকে পিতৃ বা মাতৃভিত্তিক পরিবার, একক পরিবার, বর্ধিত পরিবার ও যৌথ পরিবার- এ চারটি রূপ পরিবার পরিগ্রহ করতে পারে।

বিয়ে সমাজ জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণভাবে বিয়ে হচ্ছে আচরণগতভাবে বা আইনগতভাবে স্বীকৃত একজন নারী ও একজন পুরুষের দৈহিক ও সামাজিক সম্পর্ক যার সাথে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পৃক্ত। বিবাহের রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও ধরন। যেমন বর্হিবিবাহ, অন্তর্ভবিবাহ, একক বিবাহ ও বহুবিবাহ। আধুনিক যুগে পশ্চিমা বিয়ের ভিত্তি হচ্ছে রোমান্টিক প্রেম ও কোর্টশিপ। বিয়ের এই পশ্চিমা রূপ বর্তমানে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। বিয়েকে এখন আর মানুষ অনিবার্য বলে মনে করছেন না। বিয়ের বাইরে একত্রে বাস, সন্তান উৎপাদন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আশংকাজনক ক্রমবৃদ্ধি বিয়ের প্রবণতাকে করছে হ্রাস।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ - ১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও ধারণা*
- *পাঠ - ২ : পরিবারের কার্যাবলী*
- *পাঠ - ৩: পরিবার কাঠামোর শ্রেণীবিভাগ*
- *পাঠ - ৪: বিবাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ*

পাঠ-১

পরিবার : প্রত্যয় ও সংজ্ঞা
Family : Concept and Definition

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *পরিবারের ধারণা*
- *পরিবারের সনাতন ও সাম্প্রতিক সংজ্ঞা*
- *পরিবার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান কি না*

ভূমিকা

আমরা পরিবারে বড় হয়ে উঠি এবং আমরা সবাই পরিবারের কথা ভালোভাবেই জানি। পরিবারের ধারণা অত্যন্ত সরল। স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একত্রে গৃহে বসবাস করাই পরিবার। এটি একটি অর্থনৈতিক একক এবং ছেলে-মেয়েদের স্নেহ-মমতা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে।আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও, পরিবার সামাজিক জটিল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান এবং একে সংজ্ঞায়িত করা সহজসাধ্য নয়। এর অন্যতম কারণ হল সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ধরনের বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন। পাশ্চাত্যদেশগুলোর পরিবারে সাম্প্রতিক পরিবর্তন এ সমস্যাটিকে ক্রমশ: জটিলতর করে তুলছে।

পরিবারের সনাতন সংজ্ঞা

পরিবারের সনাতন সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন পিটার মার্ডক Murdock। তাঁর মতে,

> 'পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ আবাসস্থল, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং প্রজনন। এর অন্তর্গত থাকে বিপরীত লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অন্তত: যাদের দু'জন সামাজিকভাবে স্বীকৃত যৌন-সম্পর্ক বজায় রাখে এবং যৌন-সম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষের নিজস্ব বা দত্তক নেওয়া এক বা একাধিক সন্তান থাকে।'
>
> The family is a social group characterized by common residence, economic co-operation and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship, and one or more children, own or adopted, of the suxually co-habiting adults.
>
> - George Peter Murdock

পরিবারের সাম্প্রতিক সংজ্ঞা

কলিনস এর সমাজবিজ্ঞানের অভিধান অনুসারে পরিবার বলতে বোঝায়,

> "আত্মীয়তার সম্পর্কে বা একই ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ একটি জনসমষ্টিকে যেখানে প্রাপ্ত বয়স্করা তাদের নিজেদের ও পোষ্য ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করে থাকে।"
>
> "A group of people, related by kinship or similar close ties in which the adults assume responsibility for the care and upbringing of their mature or adopted children."

পরিবার শব্দটি কোথা থেকে এসেছে? ইউরোপীয় ধারণাটিই হচ্ছে সাম্প্রতিক। ল্যাটিন শব্দ 'Famulus' এর অর্থ হচ্ছে চাকর । প্রাচীন রোমানরা 'Famila' শব্দটি ব্যবহার করতো দাসসহ গৃহ-সম্পত্তি বোঝাতে। প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'Oikos' এর অর্থ পরিবারকে নির্দেশ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পত্তিকে বোঝায়। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পরিবার শব্দটি ব্যবহার হলে তা বোঝাত অভিজাত বংশ বা গৃহস্থালীকে।

পিটার মার্ডক Peter Murdock ২৫০ টি সমাজের উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন পরিবার একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। একেবারে আদিম সমাজ থেকে প্রতিটি সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে পরিবার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন অনুপরিবার। কেননা অনুপরিবার থেকে পরিবারের অন্য রূপ তৈরি হয়েছে।

The nuclear family is a universal human social grouping. Either as sole prevailing form of the family or as the basic unit from which more complex forms are compounded; it exists as a distinct and strongly functional group in every known society.

মার্ডকের দু'টি বক্তব্যই যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করেছে। বিশেষ করে তাঁর দেওয়া পরিবারের সংজ্ঞা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। দু'টি উদাহরণের সাহায্যে পরিবারের সংজ্ঞা প্রদানের সমস্যাকে তুলে ধরা যায়।

নৃবিজ্ঞানী ক্যাথলিন গাফ Kathleen Gough [দক্ষিণ ভারতের] কেরালার নায়ারদের পরিবার প্রথার যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা পরিবারের সরল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই নায়ার মেয়েদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়ে যেত। বিয়ের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর কোন যোগাযোগ থাকত না। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য ছিল তাঁর শ্রাদ্ধে অংশগ্রহণ করা। যৌবন-প্রাপ্তির পর নায়ার নারীরা সাময়িক স্বামী গ্রহণ করতে পারত যা স্থায়ী হত সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত। নায়ার পরিবার ছিল মাতৃসূত্রীয়। এক্ষেত্রে বিয়ে পরিবার গঠনে কোন ভূমিকা রাখত না। গৃহস্থালী ভাই-বোন এবং বোনদের কন্যাদের নিয়ে গড়ে উঠত। স্বামীদের সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য ছিল না। এ সম্পর্ক যে কেউ যেকোন সময়ে ভেঙ্গে দিতে পারত। এটি স্থায়ী কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বামী-স্ত্রী কোন অর্থনৈতিক একক তৈরী করত না।

মার্ডকের সংজ্ঞায় পরিবার অন্তত: একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ নিয়ে গঠিত। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মধ্য-আমেরিকা, গায়ানা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কালো পরিবারে গড়ে উঠে একজন নারী ও তার সন্তানদের নিয়ে এবং অনেক সময়ে তার মাকে নিয়ে। এ ধরনের পরিবারকে বলা হয় মাতৃ-কেন্দ্রিক পরিবার Matrifocal Family।

পরিবার সর্বজনীন কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। মার্ডকের মতের পক্ষে যুক্তিগুলো নিচে তুলে ধরা হল।

- নারীপ্রধান পরিবার সংখ্যাগত দিক থেকে কোন সমাজেই খুব বেশি নয়। কোথাও এটি পরিবারের আদর্শ রূপ নয়।
- নারী-কেন্দ্রিক পরিবার সাধারণত: ভগ্ন অনু পরিবার। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদের কারণে নারী-কেন্দ্রিক পরিবার তৈরী হয়।

- অনুপরিবার কৃষ্ণবর্ণদের মধ্যেও আদর্শ হিসাবে পরিগণিত।
- নারী-প্রধান পরিবার সামাজিক বিশৃঙ্খলতাজনিত কারণে সৃষ্ট এবং এটি অনু পরিবারের বিকল্প নয়। মার্ডকের বিপক্ষের যুক্তিগুলো কম শক্তিশালী নয় ?
- নায়ারদের পরিবারকে যদি পরিবার না ধরা হয় তবে পরিবার যে সর্বজনীন তা বলা যাবে না। অন্যদিকে এটি যদি পরিবার হয় তবে অনুপরিবার যে সর্বজনীন তা বলা যাবে না।
- বহুবিবাহ পরিবার কোন সমাজে খুব ব্যাপক নয়, এটি যদি পরিবারের একটি রূপ হিসাবে গৃহীত হয়, তবে নারী প্রধান পরিবারকে পরিবারের একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসাবে চিহ্নিত না করার কোন কারণ নেই।
- কৃষ্ণবর্ণদের মধ্যে নারী-প্রধান বা নারী-কেন্দ্রিক পরিবার পরিবারের একটি রূপ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। পরিবারের সদস্যরাও মনে করে এটি পরিবারের একটি রূপ।
- নারী-কেন্দ্রিক পরিবারকে ভগ্ন অনুপরিবার হিসাবে দেখা উচিৎ নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গবেষণা থেকে দেখা যায় নারী-কেন্দ্রিক পরিবার খুব সুগঠিত একটি সামাজিক গোষ্ঠী যা দারিদ্র্যের পরিসরে গড়ে উঠে। দারিদ্র্যের সাথে অভিযোজনার জন্য এই ধরনের পরিবার সবচেয়ে উপযোগী। একজন পুরষের উপর নির্ভর না করে, এটি নির্ভর করে আত্মীয় এবং একাধিক পুরুষের উপর যা পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করার সুযোগ দেয়।
- নারী-কেন্দ্রিক পরিবারে পুরুষ প্রধানের অভাবে সন্তানদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদী আন্দোলন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানব সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানকে সর্বজনীন বলা কঠিন।

স্থান এবং কালের ভেদে প্রতিষ্ঠানের নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সমাজে সদস্য হিসাবে এর প্রবল ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করেন। পরিবার বা অনুপরিবার মধ্য শ্রেণীর আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এর প্রতি তাদের থাকে গভীর অনুরাগ যা তাদের সমাজ চিন্তায় প্রতিফলিত হয়। যে কোন অবস্থায় পরিবারকে তারা সমর্থন করে যান।তাদের গবেষণা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেনা, প্রতিফলিত করে তাদের ভাবাদর্শকে।

সারাংশ

সাধারণভাবে পরিবার বলতে যা বোঝায় তা ধারণাটি অত্যন্ত সরল। স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একত্রে গৃহে বসবাস করাই হচ্ছে পরিবার। এটি একটি অর্থনৈতিক একক যা সামাজিক জটিল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমাজবিজ্ঞানে পরিবারের ধারণা কিছুটা ভিন্ন। তবে সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ধরনের বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের কারণে একে সংজ্ঞায়িত করা সহজসাধ্য নয়।

পরিবারের সনাতন সংজ্ঞায় মার্ডক পরিবার বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ আবাসস্থল, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং প্রজনন। তিনি মনে করেন পরিবারের মধ্যে থাকে বিপরীত লিঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অন্তত: যাদের দু'জন সামাজিকভাবে স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক বজায় রাখে এবং যৌন সম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষের নিজস্ব বা দত্তক নেওয়া এক বা একাধিক সন্তান থাকে।

পরিবারের সাম্প্রতিক সংজ্ঞায় পরিবার হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা একই ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ একটি জনসমষ্টি যেখানে প্রাপ্তবয়স্করা তাদের নিজেদের ও পোষ্য ছেলে-মেয়েদের লালন পালন করে থাকে।

পিটার মার্ডক তাঁর গবেষণায় পরিবারকে দেখিয়েছেন একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে । তাঁর মতে আদিমকাল থেকে প্রতিটি সমাজেই পরিবার লক্ষ্যণীয়। তিনি পরিবার বলতে বুঝিয়েছেন অনুপরিবারকে, কেননা এটি থেকেই পরিবারের অন্য রূপ তৈরি হয়েছে। তবে মার্ডকের দু'টি বক্তব্যই যথেষ্ট বিতর্কের সূচনা করেছে। নৃবিজ্ঞানী কাথলিন গাফ দক্ষিণ ভারতের কেরালার নায়ারদের পরিবার প্রথার যে উদাহরণ তুলে ধরেছেন তা পরিবারের সংজ্ঞা প্রদানের সমস্যাকে স্পষ্টতই তুলে ধরে।

পরিবার সর্বজনীন কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। মার্ডক এ মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেও, উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদী আন্দোলন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানব সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানকে সর্বজনীন বলা কঠিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. গ্রীক শব্দ 'Oikos' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে ?

ক. পরিবার খ. বিবাহ

গ. বিবাহ ও পরিবার ঘ. ধর্ম

২. পরিবারকে একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান মনে করেন কে?

ক. ক্যাথেলিন গাফ খ. পিটার মার্ডক

গ. নারীবাদীরা ঘ. উপরের সবাই

৩. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক

খ. পরিবার ছেলে-মেয়েদের স্নেহ-মমতা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে

গ. সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ধরনের পরিবর্তন ঘটে

ঘ.উপরের সব।

৪. প্রকৃতপক্ষে পরিবার প্রত্যয়টি নিচের কোনটিকে বোঝায়?

ক. সম্পত্তি খ. অর্থ

গ. গৃহ ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবার বলতে কি বোঝায় ?

২. পরিবারের সংজ্ঞায় পিটার মারডক কি বলেছেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবার কি? পরিবারের সনাতন ও সাম্প্রতিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করুন।

২. "পরিবার একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান।" উদ্ধৃত উক্তিটির আলোকে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ-২

পরিবারের কার্যাবলী
Functions of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলীর ধারণা*
- *পরিবারের নারীবাদী ধারণা*

ভূমিকা

ক্রিয়াবাদী functionalim সমাজ বৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম Paradigm পরিবারের কার্যাবলীকে সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে অনেক সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবারের অপরিহার্য কার্য রয়েছে বলে মনে করেন না। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের কিছু কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। পিটার মার্ডক Peter Murdock ২৫০ টি সমাজ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সব সমাজেই পরিবার চারটি মূল কাজ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে যৌনতামূলক, প্রজননমূলক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষামূলক। পরিবারের কাজ ঠিক কি কি এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সাধারণত: অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন পরিবারের কাজগুলো হচ্ছে যৌন নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন, শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য, সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি।

পরিবারের কার্যাবলী Functions of Family

যৌন নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন Regulation of Sex and Reproduction

যৌনাচারের উপর প্রত্যেক সমাজই কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। যদিও সমগ্র বিশ্বের ৭০ শতাংশ সমাজ কিছু পরিমানে যৌন স্বাধীনতা অনুমোদন করে, তবুও তারা কদাচিৎ অবৈধ জন্মকে গ্রহণ করে থাকে। স্পষ্টতই বিবাহ একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান যা যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং বৈধ জন্মকে উৎসাহিত করে থাকে।

শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণ The Care and Socialization of Children

প্রাণীজগতে মানব শিশু হচ্ছে সবচেয়ে অসহায়। স্বনির্ভর হতে তারা সর্বাধিক সময় নিয়ে থাকে। শিশুর যত্ন ও তাদের সামাজিকীকরণে পরিবার প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পালন করে। ইসরাইলী কিব্বুটজ Kibbutz একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে সমগ্র সম্প্রদায় শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনসের মতে পরিবার প্রাথমিক সামাজিকীকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রাথমিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দু'টি অংশ রয়েছে – সংস্কৃতির আত্তীকরণ ও অস্মিতার বিন্যাস Structuring of the Personality.

সমাজের মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চালন হয় পরিবারের মাধ্যমে। পরিবার ব্যতীত সামাজিকীকরণ সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ ব্যতীত সমাজের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। সমাজের সদস্য হিসাবে বাবা এবং মা শিশুর কাছে আচরণের আদর্শ। এই আদর্শ আত্তীকরণ করতে পারে শিশু নিরাপত্তা, আবেগ, ভালবাসার পরিসরে। পরিবার স্নেহ-মধুর পরিবেশের ভিতর দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধে শিশুকে দীক্ষিত করে তোলে এবং তার অস্মিতার Personality যথাযথ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। পার্সনস্-এর মতে পরিবার হচ্ছে অস্মিতা 'তৈরির কারখানা'।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা Economic Co-operaton

প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে পরিবার উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে একক হিসাবে কাজ করেছিল। শিল্পায়িত সমাজে পরিবার এখনও ভোগের একক হিসাবে কাজ করছে। এটি বলতে বোঝায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে উপার্জিত অর্থ পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যয়িত হয়।

ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য Intimacy and Companionship

ঘনিষ্ঠতা ও মুখোমুখি সংযোগের ক্ষেত্রে সদস্যদের জন্য পরিবার হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্বাস্থ্যকর পারিবারিক সম্পর্ক, স্নেহময় সাহচর্য, ভালবাসা, নিরাপত্তা, মর্যাদা-জ্ঞান ও কল্যাণ সৃষ্টি করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ Maintenance of Social Stratification System

স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে পরিবার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর পরিবারগুলো তাদের পুত্র-কন্যাদের মর্যাদা status, সম্পত্তি এবং শিক্ষা প্রদান করে এবং স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখে।

পরিবারের নারীবাদী ধারণা

নারীবাদীরা মনে করেন পরিবার একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যা পুরুষদের শোষণের হাতিয়ার। পরিবারের মাধ্যমে পরিবার প্রধান নারীদের উপর প্রভূত্ব করে থাকে এবং তাদের শ্রম ভোগ করে। নারীরা প্রতিবাদী হলেও, বিকল্প সুযোগ-সুবিধার অভাবে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না অথবা একে ভাঙ্গতে পারে না।

পরিবার : ভিন্ন চিত্র

"প্রত্যেক পরিবার রাতে একই রকম। স্বামী মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে এবং স্ত্রীকে মারধোর করে।" এভাবে তানিয়া কুচবেংকো মস্কোয় তাঁর নিচতলার প্রতিবেশীর কথা বলেন। আর্ত-চিৎকার, আসবাবপত্র ও গ্লাস ভাঙ্গার শব্দে তাকে নীরব থাকতে হয়। "কেননা আমাদের কিছুই করণীয় নেই। এ ব্যাপারে মাথা না ঘামানো উচিৎ।" রাশিয়ায় নারীদের প্রতি ঘৃণা গভীর এবং যে সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে যায় তাদের আইনগত অধিকার, বাসস্থান ও কাজের অধিকার হারানোর ভয় থাকে।

স্ত্রীকে মারধোর করা, শিশুদের প্রতি অপব্যবহার, বৃদ্ধদের প্রতি অপব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা বিশ্বজুড়ে পারিবারিক জীবনের কদর্য বাস্তবতা। জাপান, তানজানিয়া এবং চিলিতে অর্ধেক নারী তাদের স্বামী অথবা প্রেমিকের দ্বারা দৈহিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন বলে জানিয়েছে। ... ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা যায় নারীদের ১০ শতাংশ স্বীকার করেছিল যে, তাদের স্বামী অথবা পুরুষবন্ধু তাদের মারধোর করেছিল। পৃথিবীব্যাপী গবেষণা থেকে আমরা নিচের সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

- ❑ নারীরা যেসব পুরুষদের চেনে তাদের কাছ থেকেই সহিংসতার আশংকা বেশি থাকে।
- ❑ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সব সামাজিক শ্রেণী বা স্তরে বিদ্যমান।
- ❑ পরিবারিক সহিংসতা অপরিচিতদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার মতই বিপজ্জনক।
- ❑ যদিও নারীরা পুরুষদের প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করে, তবুও নারীরাই অধিকাংশ আঘাতের শিকার।
- ❑ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ❑ মনস্তাত্ত্বিক অপব্যবহার ক্ষতিকর।
- ❑ মদ্যপান সহিংসতাকে বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু এর কারণ নয়।

মার খাওয়া মহিলাদের অবস্থা এতই অসহনীয় যে তাদের জেলখানার কয়েদীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।.... পরিবার শুধু নারীদের জন্য নয়, শিশু এবং বয়স্কদের জন্যও একটি বিপজ্জানক জায়গা। ১৯৯৫ সালের গ্যালপ মতামত জরিপে দেখা যায় অভিভাবকদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশ লক্ষ শিশুকে শৃংখলার নামে দৈহিক নির্যাতন করা হয়। ... হিসাব করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধ দৈহিক ও মৌখিক অপব্যবহার এবং অবহেলার শিকার হয়েছে। ...

ক্রিয়াবাদী এবং নারীবাদীদের বক্তব্য বাস্তবতার চাইতে ভাবাদর্শের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত।পরিবার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু একই সাথে পরিবার পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং আচরণকে লালন করে। কিন্তু ক্রমশ: পরিবারের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসছে। পরিবারের কাজের ক্ষেত্রেও আসছে পরিবর্তন। অনেকে এমন আশংকা করেছেন যে, ভবিষ্যতে পরিবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে ইদানিং রবার্ট চেষ্টার Robert Chester দাবী করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বৃটেনে পরিবারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

পরিবার একই সাথে পরিবর্তনশীল ও স্থিতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার নিয়ে যে 'যুদ্ধ' চলছে তাতে তথ্যের চাইতে ভাবাদর্শকে অনেক বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিবারের স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনকে বোঝার জন্য প্রয়োজন আরো বেশি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপাত্ত।

সারাংশ

পরিবারের কাজ ঠিক কি কি এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন পরিবারের কাজগুলো হচ্ছে যৌন নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন, শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য, ও সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ। যৌনাচারের উপর প্রত্যেক সমাজই কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিবাহ একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান যা যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং বৈধ জন্মকে উৎসাহিত করে। শিশুর যত্ন ও তাদের সামাজিকীকরণে পরিবার প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পালন করে। সমাজের মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চালিত হয় পরিবারের মাধ্যমে। পরিবার ব্যতীত সামাজিকীকরণ সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ ব্যতীত সমাজের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রাক-শিল্পায়িত সমাজের ন্যায় এখনও শিল্পায়িত সমাজে পরিবার ভোগের একক হিসাবে কাজ করছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে উপার্জিত অর্থ চাহিদা অনুযায়ী ব্যয়িত হয়। ঘনিষ্ঠতা ও মুখোমুখি সংযোগের ক্ষেত্রে সদস্যদের জন্য পরিবার হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণেও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলো তাদের পুত্র-কন্যাদের মর্যাদা, সম্পত্তি এবং শিক্ষা প্রদান করে এবং স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

নারীবাদীরা পরিবার একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা পুরুষদের শোষণের হাতিয়ার বলে মনে করেন। তাদের ধারণা পরিবারের মাধ্যমে পরিবার প্রধান নারীদের উপর প্রভূত্ব করে থাকে এবং তাদের শ্রম ভোগ করে থাকে।

পরিবার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার একইসাথে পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধও লালন করে। পরিবারের মধ্যে যেমন ক্রমশঃ পরিবর্তন আসছে তেমনি কাজের ক্ষেত্রেও আসছে পরিবর্তন। পরিবার একই সাথে পরিবর্তনশীল ও স্থিতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান। আর এ স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনকে বোঝার জন্য প্রয়োজন আরো বেশি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও উপাত্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সমাজের মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ ব্যক্তির মধ্যে স্থানান্তরিত হয় নিচের কোনটির মাধ্যমে?

ক. পরিবার খ. ধর্ম

গ. রাষ্ট্র ঘ. সম্প্রদায়

২. 'পরিবার একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যা পুরুষদের শোষণের হাতিয়ার' বলে মনে করেন কারা?

ক. ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকরাখ. নারীবাদীরা

গ. কাঠামোবাদীরা ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. নিচের কোনটি যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ ও বৈধ জন্মকে উৎসাহিত করে?

ক. রাষ্ট্র খ. বিবাহ

গ. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ঘ. উপরের সবগুলো

৪. পিটার মার্ডক কতটি সমাজ বিশ্লেষণ করে পরিবারের চারটি মূল কাজ (যৌনতামূলক, প্রজনন মূলক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক) কে চিহ্নিত করেছেন?

ক. ২০০টি খ. ২৫০টি

গ. ৩০০টি ঘ. ৩৫০টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিশুর যত্ন ও সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা কি ?

২. পরিবারের প্রধান কাজগুলো কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলী আলোচনা করুন।

২. পরিবারের নারীবাদী সমালোচনা উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-১

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ
Types of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *পরিবারের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ*
- *পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা*
- *বাংলাদেশে পরিবারের ধরন*

ভূমিকা

পরিবার আমাদের অত্যন্ত পরিচিত প্রতিষ্ঠান। আমাদের কাছে মনে হয়, আমাদের চেনা পরিবারই হচ্ছে পরিবারের একমাত্র রূপ এবং অন্য কোন ধরনের পরিবার ব্যতিক্রম। সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সমাজে পরিবারের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

সাধারণত: গঠনের দিক থেকে পরিবার চারটি রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

পিতা বা মাতাভিত্তিক পরিবার

এই ধরনের পরিবার গড়ে ওঠে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদ জনিত কারণে শুধু পিতা বা শুধু মাতাকে কেন্দ্র করে। এই ধরনের পরিবার অনেক দেশে ক্রমশ: গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের পরিবার ছিল ১০.১ শতাংশ। ১৯৮৬ সালে তা বেড়ে গিয়েছিল ২৪ শতাংশে।

একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার Nuclear Family

গিডেন্স (১৯৯৩)-এর মতে দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী নিজেদের বা পোষ্যগ্রহণকৃত সন্তান নিয়ে কোন গৃহস্থালীতে একত্রে বসবাস করলে ঐ পরিবারকে বলে একক পরিবার।

বর্ধিত পরিবার Extended Family

বর্ধিত পরিবার দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমত: এটি একটি নিউক্লিয়ার পরিবার যেখানে নিকট আত্মীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের পূর্ণ পরিবার ছাড়া বসবাস করে।

দ্বিতীয়ত: বর্ধিত পরিবার কতগুলি নিউক্লিয়ার পরিবারের সমস্টিকে বুঝিয়ে থাকে যেখানে রক্ত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ একই গৃহস্থালীতে বসবাস করে অথবা তারা একে অপরের খুবই ঘনিষ্ঠ (গিডেন্স, ১৯৯৩)। 'যৌথ পরিবার Joint Family প্রত্যয়টিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা

পশ্চিমা পরিবার নিয়ে গবেষণা করেন এমন সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত: যৌথ পরিবার Joint Family প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন না। এটি বর্ধিত পরিবার Extended Family এর আওতায় পড়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আনুমানিক অর্ধেক পরিবার ব্যবস্থার রূপ ছিল যৌথ পরিবার। কিন্তু ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ পরিবার না থাকায় সমাজবিজ্ঞানে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এখনও 'যৌথ পরিবার' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। করাচীতে কুমবা নামে যৌথ পরিবার সাধারণত: একটি পাঁচ বা ছয়তলা বাড়িতে বাস করে। বাবা-মা বাস করেন নিচের তলায়। প্রতিটি সন্তান বিয়ের পরে এক এক তলায় বাস করতে শুরু করে। বয়:ক্রম অনুসারে প্রতিটি সন্তানের বাসস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। যত তরুণ তত উপরে তার বাস। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি থাকে বাবার হাতে। প্রত্যেক সন্তান তার আয় বাবা-মায়ের কাছে প্রদান করে। সংসারের সমস্ত ব্যায় হয় বাবার মাধ্যমে।

আত্মপরিচিতিমূলক বনাম প্রজননমূলক পরিবার

পরিবারের আর একটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন, পরিচিতিমূলক পরিবার Family of Orientation এবং প্রজননমূলক পরিবার Family of Procreation পরিচিতিমূলক পরিবার বর্ধিত বা যৌথ হলে অহং Ego পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন-এর সমষ্টিকে বোঝায়। বর্ধিত বা যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রজননমূলক পরিবারকে অহং এর নিজ পরিবার- স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা যায়।

একস্ত্রী এবং বহুস্ত্রী পরিবার

পরিবারকে বিয়ের ভিত্তিতেও শ্রেণীকরণ করা যায়। অনেক সমাজে একের বেশি বিয়ে অনুমোদন করে না। এই ধরনের পরিবারকে একস্ত্রী পরিবার Monogamous Family বলা হয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্বিক মানচিত্রের ৮৫৪ টি সমাজের উপাত্ত থেকে দেখা যায় বিশ্বের ১৬ শতাংশ পরিবার হচ্ছে একস্ত্রী পরিবার।

একই উপাত্ত থেকে দেখা যায় ৪৪ শতাংশ সমাজে পরিবার হচ্ছে বহুস্ত্রী পরিবার। আফ্রিকার অধিকাংশ পরিবারই বহুস্ত্রী পরিবার। পৃথিবীর ৩৯ শতাংশ সমাজে বহুস্ত্রী পরিবার নিয়মিত নয়। কোন ব্যক্তি একের অধিক মহিলাকে তত্ত্বগতভাবে বিয়ে করতে পারে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার Patriarchial Family। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ অথবা স্বামী পরিবারের কর্তৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, ঊনবিংশ শতাব্দীর চীন এবং জাপানে এ ধরনের পরিবার লক্ষ্য করা যায়।

পিতৃতন্ত্র

নারীবাদিরা পিতৃতন্ত্র শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। তাদের মতে পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় পরিবার এবং সমাজে পুরুষের যে ব্যাপক আধিপত্য রয়েছে তাকে।

যৌক্তিকভাবে পিতৃতন্ত্রের বিপরীত হওয়া উচিৎ মাতৃতন্ত্র। কিন্তু পৃথিবীতে মাতৃতন্ত্রের কোন নজীর এখনও পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব ভাবনা ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অনেক সময় মাতৃসূত্রীয় Matrilineal পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হিসাবে অভিহিত করা হয়। এটি সঠিক নয়।

বাসস্থান এবং পরিবার

বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যার মধ্যে তিনটি রূপই বেশি দেখা যায়। মাতৃবাসের ক্ষেত্রে Matrilocal Residence বিয়ের পর নবদম্পতি স্ত্রীর পরিবারে বাস করে। পিতৃবাসের ক্ষেত্রে Patrilocal Residence বিবাহিত দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। নয়াবাসের ক্ষেত্রে Neolocal Residence নব দম্পতি নতুন বাসস্থানে বসবাস করতে শুরু করে।

বংশধারা decent অনুযায়ী পরিবার

বংশধারা Decent অনুযায়ী পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে পিতৃসূত্রীয় Patrilineal এবং দ্বিতীয়টি মাতৃসূত্রীয় Matrilineal. পিতৃসূত্রীয় পরিবারে মানুষ বংশ চিহ্নিত করে পিতার দিক থেকে। পিতার সম্পত্তি ও মর্যাদার অধিকারী হয় বৈধ পুত্র সন্তান।

মাতৃসূত্রীয় পরিবারে বংশ চিহ্নিত করা হয় অতীতের কোন নারী থেকে এবং কোন ব্যক্তি তার মায়ের গোত্রের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় নারীরা তাদের মায়ের দিক থেকে। তবে অনেক সমাজে দ্বিমুখী বংশধারা Bineal Descent প্রচলিত যেখানে বাবা এবং মায়ের বংশ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর একটি উদাহরণ।

সাম্প্রতিক প্রবণতা

সাম্প্রতিককালে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবারের নতুন নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে বা সনাতন পরিবারের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। রোনা র‍্যাপোপোর্ট Rhona Rapoport দেখিয়েছেন এসব নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে রয়েছে দ্বৈতকর্মী পরিবার Dual Worker Family যেখানে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে কাজ করে। পরিবারের আরেকটি রূপ হচ্ছে পুনর্গঠিত পরিবার Reconstituted Family যা বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনরায় বিয়ের পরে তৈরি হয়।

এছাড়াও নানা ধরনের বিকল্প পরিবারের ধারণা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্বৈত একক পরিবার Binuclear Family [বিবাহ বিচ্ছেদের পরে সন্তানের সঙ্গে যে দু'টি পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়], সৎ পরিবার Step Family [যে পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রীর দু'জনেরই আগের বিয়ের সন্তান থাকে], কমুটার পরিবার Commuter Family [স্বামী এবং স্ত্রী ভিন্ন স্থানে কাজ

করার জন্য ভিন্ন স্থানে বাস করে এবং সপ্তাহের বিশেষ সময়ে মিলিত হয়] মুক্ত পরিবার Open Family [মুক্তবিয়ে ভিত্তিক] প্রভৃতি রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিবার Family in Bangladesh

পরিবার ধারণাটি সহজ হলেও বাস্তবিক অর্থে বেশ জটিল। করিম (১৯৯০) রাজশাহীর পুটিয়া -এর দু'টি গ্রামে পরিবারের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ চিহ্নিত করেন।

সারণী: গ্রামীণ বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	**গণসংখ্যা**
একক ব্যক্তিসম্পন্ন গৃহস্থালী	০.৭৬%
উপ-অণুপরিবার Sub-nuclear Family	৯.১৮%
একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত গৃহস্থালী প্রধান	
ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করেন	
অণুপরিবার	৬১.৪৫%
ছেলে-মেয়েসহ বা ব্যতিত একটি দম্পতি	
সম্পূরক অণুপরিবার	
Supplementary Nuclear Family	৮.৮৪%
একটি বিবাহিত দম্পতি বিধবা মা বা বিপত্নীক বাবা	
এবং অবিবাহিত ভাই-বোনদের নিয়ে বাস করে	
বংশগতভাবে যৌথ পরিবার Lineal Joint Family	৯.৬০%
একটি বিবাহিত দম্পতি বিবাহিত ছেলে বা	
বিবাহিত ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে	
সহগামী যৌথ পরিবার Collateral Joint Family	০.৭৬%
দুই বা ততোধিক বিবাহিত ভাই, বিধবা মা বা বিপত্নীক	
বাবার পাশাপাশি অবিবাহিত ভাই-বোনদের নিয়ে বাস করে	
বংশীয় সহগামী যৌথ পরিবার Lineal Collateral Joint Family	
দুই বা ততোধিক বিবাহিত সন্তান তাদের পিতা-মাতা ও	
অন্যান্য অবিবাহিত ভাই-বোনদের নিয়ে বাস করে	

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশে পরিবারের প্রধান ধরনটি হল অণুপরিবার। এই ধরনটি ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ক্রমশ: বেশ লক্ষণীয়। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে যৌথ পরিবারের ধরনটি বেশি ।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন বিভিন্ন সমাজে পরিবারের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সাধারণ গঠনের দিক থেকে পরিবারের চারটি রূপ রয়েছে। এগুলো হল পিতা বা মাতাভিত্তিক পরিবার, একক পরিবার, বর্ধিত পরিবার ও যৌথ পরিবার।

বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদজনিত কারণে শুধু পিতা বা শুধু মাতাকে কেন্দ্র করে সন্তান পিতা বা মাতাভিত্তিক পরিবার গঠন করে। অনেক দেশেই এই ধরনের পরিবার ক্রমশ: গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী নিজেদের বা পোষ্য সন্তান নিয়ে কোন গৃহস্থালীতে একত্রে বাস করলে ঐ পরিবারকে বলে একক পরিবার। বর্ধিত পরিবার দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থে এটি একটি একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার যেখানে নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিবর্গ তাদের পূর্ণ পরিবার ছাড়া বসবাস করে। অপর অর্থে এটি কতগুলো একক বা নিউক্লিয়ার পরিবারের সমষ্টি সেখানে রক্ত সম্পর্কে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ একই গৃহস্থালীতে বসবাস করে। 'যৌথ পরিবার' প্রত্যয়টিও এ ধারণা অনুযায়ী ব্যবহৃত হলেও, পশ্চিমা সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন এমন সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত: যৌথ পরিবার প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন না। তবে একথা ঠিক যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে অর্ধেক পরিবার ব্যবস্থার রূপই ছিল যৌথ পরিবার। দক্ষিণ এশিয়ার নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এখনও 'যৌথ পরিবার' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন।

পরিবারের আর একটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন পরিচিতিমূলক পরিবার (বর্ধিত বা যৌথ হলে অহং এর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে বোঝায়) ও প্রজননমূলক পরিবার (বর্ধিত বা যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে অহং-এর নিজ পরিবার, স্ত্রী-ছেলে মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত)।

পরিবারকে বিয়ের ভিত্তিতেও শ্রেণীকরণ করা যায়। অনেক সমাজ একের অধিক বিয়ে অনুমোদন করে না। ফলে এ ধরনের পরিবার হল একস্ত্রী পরিবার। আর বহুস্ত্রী পরিবারে কোন ব্যক্তি একের অধিক মহিলাকে বিয়ে করতে পারে।

কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার যেখানে বয়োজেষ্ঠ্য পুরুষ অথবা স্বামী পরিবারের কর্তৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে থাকে। যৌক্তিকভাবে পিতৃতন্ত্রের বিপরীত হওয়া উচিত মাতৃতন্ত্র। কিন্তু পৃথিবীতে মাতৃতন্ত্রের কোন নজীর এখনও পাওয়া যায়নি। অনেক সময় মাতৃসূত্রীয় পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হিসাবে অভিহিত করা হয়। এটি সঠিক নয়।

বাসস্থানের ভিত্তিতেও পরিবারকে বিভক্ত করা যায়। সাধারণত: তিনটি রূপ এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। মাতৃবাসের ক্ষেত্রে বিয়ের পর নব দম্পতি স্ত্রীর পরিবারে বাস করে। পিতৃবাসের ক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। আর নয়া বাসের ক্ষেত্রে নব দম্পতি নতুন বাসস্থানে বসবাস শুরু করে।

বংশধারা অনুযায়ী পরিবার পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় এ দু'ভাগে বিভক্ত। পিতৃসূত্রীয় পরিবারে মানুষ বংশ চিহ্নিত করে পিতার দিক থেকে। অপরদিকে মাতৃসূত্রীয় পরিবারে বংশ চিহ্নিত করা যায় অতীতের কোন নারী থেকে। কোন ব্যক্তি তার মায়ের গোত্রের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হয় এ ধারণা অনুযায়ী। তাছাড়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হয় নারীরা তাদের মায়ের দিক থেকে।

সাম্প্রতিক কালে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবারের নতুন নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে বা সনাতন পরিবারের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে রয়েছে দ্বৈতকর্মী পরিবার, দ্বৈত-একক পরিবার, সৎ-পরিবার, কমুটার পরিবার, মুক্ত পরিবার প্রভৃতি।

পরিবার ধারণাটি সহজ হলেও বাস্ড়বিক অর্থে বেশ জটিল। গ্রামীণ বাংলাদেশে পরিবারের প্রধান ধারণাটিকে করিম (১৯৯০) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন অণু বা নিউক্লিয়ার হিসাবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার নিচের কোন কোন স্থানে লক্ষ্যণীয়?

ক. প্রাচীন গ্রীস ও রোম — গ. ক ও খ উভয়ই

খ. উনবিংশ শতাব্দীর চীন ও জাপান — ঘ. কোনটিই নয়

২. বংশ ধারা অনুযায়ী পরিবার কয়টি ভাবে বিভক্ত?

ক. ২টি — খ. ৩টি

গ. ৪টি — ঘ. ৫টি

৩. দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিজেদের বা পোষ্য গ্রহণকৃত সন্তান নিয়ে কোন গৃহস্থালীতে একত্রে বসবাস করলে ঐ পরিবারকে বলে---।

ক. একক পরিবার — খ. বর্ধিত পরিবার

গ. যৌথ পরিবার — ঘ. পরিচিতিমূলক পরিবার

৪. বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনরায় বিয়ের পরে তৈরি হয় নিচের কোন পরিবার?

ক. দ্বৈতকামী পরিবার — খ. পুনর্গঠিত পরিবার

গ. সৎ পরিবার — ঘ. দ্বৈত একক পরিবার

৫. কোন পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী ভিন্ন স্থানে কাজ করার জন্য ভিন্ন স্থানে বাস করে এবং সপ্তাহের বিশেষ সময়ের মিলিত হয়?

ক. মুক্ত পরিবার — খ. দ্বৈত পরিবার

গ. কমুটার পরিবার — ঘ. প্রজনন মূলক পরিবার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিবার গঠনে কিভাবে ভিন্নতা হয়ে থাকে ?

২. পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা উল্লেখ করুন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের শ্রেণী বিভাগ গুলো কি কি? আলোচনা করুন।

২. সাধারণ গঠনের দিক থেকে পরিবারের রূপ কয়টি ও কি কি? বিশদ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

বিবাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
Definition and Types of Marriage

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *বিবাহের ধারণা ও সংজ্ঞা*
- *বিবাহের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন ধরন*
- *বাংলাদেশে বহুবিবাহ রোধে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৬, ৭ ও ৮ নং ধারা*
- *বিয়ের প্রবণতা হ্রাস সম্পর্কে ধারণা*

ভূমিকা

বিয়ে সমাজ জীবনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার ভিতর দিয়ে পরিবার গড়ে উঠে। বিয়ের ভিতর দিয়ে নারী-পুরুষের দৈহিক চাহিদা পূরণ, মানসিক সাহচর্য এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। বিয়ের ভিতর দিয়ে সমাজ পুনরুৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিকালে উন্নত বিশ্বে বিয়ে খুব বেশি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বিয়ের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। মানুষ এখন বিয়ের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ অবশ্য এখন সবখানেই বেড়ে যাচ্ছে।

বিবাহের সংজ্ঞা Definition of Marraige

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর মধ্যে সামাজিকভাবে অনুমোদিত এবং কখনও কখনও আইনগত স্বীকৃতি অনুযায়ী মিলন ঘটলে তাকে বিবাহ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

"Marriage can be defined as a socially approved and sometimes legally recognized union between an adult male and an adult female."

সাধারণভাবে বিয়ে বলতে বোঝায় আচরণগতভাবে বা আইনগতভাবে স্বীকৃত একজন নারী ও একজন পুরুষের ভিতর দৈহিক এবং সামাজিক সম্পর্ক যার সাথে বেশ কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য যুক্ত। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে মূল বিষয় থাকে সন্তান জন্মদান এবং তাদের লালন-পালন। বিয়েতে অনেক সময় অর্থনৈতিক দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বিয়ে সম্পাদিত হয় যাদুভিত্তিক, ধর্মীয়, সামাজিক বা সিভিল অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের ভিতর দিয়ে যা স্বামী-স্ত্রীর সর্ম্পককে সমাজের দৃষ্টিতে বৈধ করে তোলে।

বিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সম্প্রদায়ের সাথে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ককেও নির্ধারিত করে দেয়। সম্প্রদায় সন্তানদের বৈধ সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

যেহেতু বিয়ে হচ্ছে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রতা, তাই বিয়ের সাথে যুক্ত দ্রব্য এবং সেবার আদান-প্রদান। বিয়ের সময় কনে পেতে পারে কন্যাপণ Bride Price বা Bride Wealth। কন্যাপণ বা সন্তানপণ Progeny-Price একসময় আফ্রিকায় প্রায় সর্বজনীন ছিল। পৃথিবীতে প্রায় ৫৮ শতাংশ সমাজে এটি দেখা যায়। সন্তানপণ প্রধানত: গবাদিপশুর আকারে প্রদান করা হত। সন্তানপনের তাৎপর্য হচ্ছে জননী হিসাবে নারীর গুরুত্ব রয়েছে। শ্রমশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর মূল্য অপরিসীম।

কোন ব্যক্তি শ্রম দান করেও স্ত্রীলাভ করতে পারে। পৃথিবীর ১৪ শতাংশ সমাজে এ প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

বিয়ে দুটো সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে এই সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী করার জন্য অনেক সমাজে উপহার আদান-প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কনেপণের বিপরীত যৌতুক। বিয়ের জন্য পাত্র পক্ষকে বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবা প্রদান করতে হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় যৌতুক প্রথা অত্যন্ত শক্তিশালী। যৌতুকের জন্য বিয়ের আগে এবং পরে কনের পরিবারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং স্ত্রীর উপর প্রচন্ড নির্যাতনও অনেক সময় করা হয়।

কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী এডমন্ড লীচ Edmund Leach এক সময় প্রস্ড়াব করেছিলেন বিয়ের দশটি কাজ রয়েছে। প্রত্যেক সমাজেই বিয়ে এর কিছু না কিছু কাজ করে থাকে।

১. কোন নারীর স্বামীকে সন্তানের বৈধ পিতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. স্বামীকে স্ত্রীর উপর একচেটিয়া দৈহিক অধিকার প্রদান করা।

৩. স্ত্রীকে স্বামীর উপর একচেটিয়া দৈহিক অধিকার প্রদান করা।

৪. একজন পুরুষের সন্তানের বৈধ মাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

৫. স্বামীকে স্ত্রীর গৃহস্থালী কাজের সুবিধা ভোগের আংশিক বা একচেটিয়া সুবিধা প্রদান করা।

৬. স্বামীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর স্ত্রীর আংশিক বা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন।

৭. স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীর অধিকার স্থাপন করা।

৮. স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির উপর অধিকার দেওয়া।

৯. সন্তানদের সুবিধার জন্য সম্পত্তির যৌথ ভান্ডার স্থাপন করা।

১০. স্বামী এবং স্ত্রীর ভাইদের মধ্যে সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

বিয়ে সমাজে কতখানি গুরুত্ব বহন করে তা লীচের তালিকা থেকে বোঝা যায়। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গড়ে উঠে, জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে উঠে; সম্পত্তি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। ফলে সব সমাজে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ের গুরুত্ব কমে আসছে এবং অনেক ক্ষেত্রে লীচের বিশ্লেষণ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বর্হিবিবাহ Exogamy

ইংরেজী Exogamy শব্দটি এসেছে গ্রীক ex বাইরে এবং Gamos বিয়ে থেকে। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী জন ম্যাকলিনান John McLennan (১৮২৭-১৮৮১)।

বর্হিবিবাহ বলতে বোঝায় এমন একটি সামাজিক নিয়ম যাতে করে কোন ব্যক্তি তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করতে পারেনা। এই গোষ্ঠীর রূপ কি তা সমাজ থেকে সমাজে ভিন্ন হয়ে থাকে। তা হতে পারে বিশেষ জ্ঞাতিগোষ্ঠী, গোত্র, জাতবর্ণ বা শ্রেণী। সামাজিকভাবে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয় অজাচার Incest Taboo ধারনার মাধ্যমে।

অর্ন্তবিবাহ Endogamy

গ্রীক endo শব্দটির অর্থ ভিতর এবং Gamos বিয়ে। এই শব্দটিও জন ম্যাকলিনান প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। অর্ন্তবিবাহের অর্থ হচ্ছে এমন সামাজিক নিয়ম যার ফলে ব্যক্তিকে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করতে হয়। অর্ন্তবিবাহের দু'টি উদাহরণ হচ্ছে ভারতের জাত-বর্ণ প্রথা এবং মুসলমানদের মধ্যে চাচাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে। হিন্দুদের মধ্যে গোত্রের বাইরে এবং জাত-বর্ণের ভিতর বিয়ে করতে হয়। মুসলমানদের ভিতর সম্পত্তি পরিবারের মধ্যে রাখার প্রয়োজনে আপন চাচাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়।

বিয়ের ধরন Types of Marriage

এককবিবাহ Monogamy

একজন নারী এবং একজন পুরুষের বিয়েকে একক বিবাহ Monogamy বলা হয়। আধুনিক সমাজে একক বিবাহ প্রচলিত। ইউরোপে একক বিবাহের চল দু'হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। যদিও অনেক সমাজে একাধিক বিয়ে সম্ভব। তবুও সেসব সমাজেও বাস্তবে একক বিবাহই ঘটে থাকে।

সাম্প্রতিক পশ্চিমা সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য একের পর এক বিয়েকে Serial Monogamy বলা হচ্ছে।

বহুবিবাহ Polygamy

বহুবিবাহ হচ্ছে এমন এক ধরনের বিয়ে যেখানে একজন নারী বা পুরুষ একই সাথে একের অধিক বিয়ে করতে পারে। এর তিনটি রূপ রয়েছে ঃ বহুস্বামী বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ এবং গোষ্ঠীবিবাহ। বহুস্বামী বিবাহ হচ্ছে এমন একটি প্রথা যার ফলে একজন নারী একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। এটি একটি বিরল প্রথা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বহুস্ত্রী প্রথার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

বাংলাদেশে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন রয়েছে। তবে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' এটিকে সীমিত করে দিয়েছে। বাংলাদেশে সামান্য পরিবর্তিত আইনটির অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হল।

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী এবং এতদ সম্পর্কে তাঁহাকে সক্ষমকারী সকল ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন জারী করিতে মর্জি করিয়াছেন ঃ

এই অধ্যাদেশ 'মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ,১৯৬১' নামে অভিহিত হইবে।

ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সমস্ত বাংলাদেশে এবং সমস্ত বাংলাদেশের মুসলিম, তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৬

বহুবিবাহ ঃ কোন ব্যক্তির বিবাহ বলবৎ থাকিলে সে সালিসী কাউন্সিলের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না বা ঐরূপ অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ ১৯৭৪ সনের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) অধ্যাদেশ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত হইবে না।

কোন ব্যক্তি যদি সালিসী কাউন্সিল এর অনুমতি ব্যতিত অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে (ক) বর্তমান স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণের তলবী ও স্থগিত দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা তৎক্ষনাৎ পরিশোধ হইতে হইবে। উক্ত টাকা উক্তরূপে পরিশোধ না করা হইলে বকেয়া ভূমি রাজস্বরূপে আদায়যোগ্য হইবে; (খ) অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে [কোন স্বামী] এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৭

তালাক ঃ (১) কোন ব্যক্তি, তার স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে সে কোন প্রকারেই হউক তালাক উচ্চারণ করিবার পরেই সে তালাক দিয়াছে বলিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ মাধ্যমে জানাইবে ও স্ত্রীকেও উহার একটি কপি পাঠাইবে। (২) কোন ব্যক্তি ১নং উপধারার বিধান লংঘন করিলে সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) ৫নং উপধারার বিধান অনুযায়ী অন্য কোনভাবে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোন তালাক পূর্বাহ্নে প্রত্যাহার না করা হইলে ১নং উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরিত নোটিশের তারিখ হইতে ৯০ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

(৪) ১ নং উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সালিসী কাউন্সিল গঠন করিবেন ও ঐ কাউন্সিল পুনর্মিলন ঘটাইবার নিমিত্ত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) এই ধারা অনুসারে কার্য্যকরী তালাক মাধ্যমে যে স্ত্রীর বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, তৃতীয়বারের মত কার্যকরী না হইলে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত মধ্যবর্তীকালীন কোন বিবাহ ব্যতীতই তাহার আগের স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহে কোন প্রকার বাধা থাকিবে না।

ধারা ৮

তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদঃ যেক্ষেত্রে তালাক দেওয়ার অধিকার যথাযথভাবে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করা হয় ও সে উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয় বা সেক্ষেত্রে একটি বিবাহের পক্ষদ্বয়ের যে কোন একপক্ষ তালাক ব্যতীত অন্যভাবে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইচ্ছুক হয় সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী ৭ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

গোষ্ঠী বিবাহ : Oxfort Dictionary of Sociology অনুসারে পলিনেশিয়ার যৌন সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারণা থেকে হেনরী লুইস মরগান একে পরিবারের প্রথম রূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পরে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্‌ও ধারণাটি তাঁর পরিবার ও রাষ্ট্রের বিবর্তনের তত্ত্বে ব্যবহার করেছিলেন।

রোমান্টিক প্রেম এবং বিয়ে

প্রাক-শিল্প সমাজে বিয়ে হতো পরিবার বা বৃহত্তর জ্ঞাতি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজন বা স্বার্থে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এখানে প্রাসঙ্গিক ছিল না। ইউরোপের সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভু অনেক সময়ে তাঁর ভূমিদাসদের বিয়ে স্থির করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। ইউরোপের বেশ কিছু দেশে কোন ব্যক্তির বিয়ে করতে সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিতে হতো।

ইউরোপে আধুনিক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় পরিবারের রূপের তেমন বড় পরিবর্তন না হলেও পারিবারিক সম্পর্কের ভিতর গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি হল। পরিবার গঠনের সাথে যুক্ত হয়ে গেল রোমান্টিক প্রেমের ধারণা।

আধুনিক যুগে পশ্চিমা বিয়ের ভিত্তি হচ্ছে রোমান্টিক প্রেম। বিয়ে নির্ভর করে একজন তরুণ এং তরুণীর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর এবং এক্ষেত্রে পরিবারের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। এই

ধরনের বিয়েতে তরুণ-তরুণীর মেলামেশা এবং প্রেম কোর্টশিপ courtship নামের সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়। কোর্টশিপ বলতে সম্ভাব্য সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে পরিচয় ও সংযুক্তির দ্বারা বিবাহ পর্যন্ত গড়ানোকে বোঝায়।

"Courtship means on acquaintance and attachment between potential mates which is likely to lead to marriage"

ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোমান্টিক প্রেম এবং কোর্টশিপ গত একশ বছরে বিকাশ লাভ করেছে। প্রযুক্তির বিকাশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার, নারীদের শ্রমবাজারে যোগদান, মুদ্রণমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের প্রসার প্রভৃতি উপাদান এই প্রবণতার সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে বিয়ের এই পশ্চিমা রূপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আয়োজিত বিয়ের স্থান দখল করে নিচ্ছে। উন্নয়শীল বিশ্বের অনেক দেশে বিয়ে পরিবারের মধ্যে অনেক সময় দ্বন্দ্ব তৈরী করেছে।

বিবাহের প্রবণতা হ্রাস Decline of Marriage

বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের উপর সাম্প্রতিক কালের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে বিয়ের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এর পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে। বিয়েকে এখন আর অনিবার্য মনে করা হচ্ছে না। বিয়ের বাইরে মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে একত্রবাস করছে এবং এমনকি সন্তান জন্মদান করছে। অবিবাহিত অবস্থায় একা থাকছে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদ আশংকাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯১১ সালে বৃটেনে ৮৫৯ টি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে যে বিয়ে হয়েছিল তার অর্ধেক পরিমাণ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এক হিসাবে দেখা যায় বর্তমানের বিয়ের ৪১ শতাংশ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবাহ বিচ্ছেদের হার নিচে তুলে ধরা হল ঃ

বছর	প্রতি ১০০ বিয়েতে বিবাহ-বিচ্ছেদ	প্রতি ১০০০ জন বিবাহিত মহিলার (বয়স ১৫-৪৪ বছরের) বিচ্ছেদ
১৯২০	১৩.৪	১০.০
১৯৩০	১৭.০	১০.০
১৯৪০	১৬.৯	১৪.০
১৯৫০	২৩.১	১৭.০
১৯৬০	২৫.৮	১৬.০
১৯৭০	৩২.৮	২৬.০
১৯৮০	৪৯.৭	৪০.০
১৯৯৮	৫১.৯	৩৬.০

সারাংশ

সমাজ জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বিয়ে যার মধ্য দিয়ে পরিবার গড়ে উঠে এবং নারী-পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মধ্যে সামাজিকভাবে অনুমোদিত এবং কখনও কখনও আইনগত স্বীকৃতি অনুযায়ী মিলন ঘটলে তাকে বিবাহ বলে। বিয়ে যেহেতু দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রতা ফলে বিয়ের সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান। বিয়ের সময় কনে পেতে পারে কন্যাপণ বা সন্তানপণ। এর তাৎপর্য হচ্ছে জননী হিসাবে নারীর গুরুত্ব রয়েছে। কনেপণের বিপরীত হচ্ছে যৌতুক যেখানে বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষকে বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবা প্রদান করতে হয়। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সম্পত্তি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় বলে সব সমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে সাম্প্রতিকালে বিয়ের গুরুত্ব কমে আসছে।

বিবাহের রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ও ধরন। বর্হিবিবাহ বলতে বোঝায় এমন একটি সামাজিক নিয়ম যাতে করে কোন ব্যক্তি তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করতে পারেনা। তবে এই গোষ্ঠীর রূপ সমাজ থেকে সমাজে ভিন্ন হয়ে থাকে। অপরপক্ষে অর্ন্তবিবাহ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক নিয়ম যার ফলে ব্যক্তিকে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করতে হয়।

একক বিবাহ হচ্ছে একজন নারী ও একজন পুরুষের বিয়ে। আধুনিক সমাজে এই একক বিবাহ প্রচলিত। আর বহুবিবাহ হচ্ছে এমন এক ধরনের বিয়ে যেখানে একজন নারী বা পুরুষ একই সাথে একের অধিক বিয়ে করতে পারে। এর রয়েছে বহুস্বামী, বহুস্ত্রী ও গোষ্ঠী বিবাহের ন্যায় তিনটি রূপ। বহুস্বামী বিবাহ হচ্ছে এমন একটি প্রথা যার ফলে একজন নারী একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। তবে এটি বিরল একটি প্রথা। বাংলাদেশে বহুস্ত্রী প্রথার প্রচলন রয়েছে তবে ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' এটিকে সীমিত করে দিয়েছে।

প্রাক-শিল্প সমাজে বিয়ে হতো পরিবার বা বৃহত্তর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনে বা স্বার্থে। এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রাসঙ্গিক ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে পশ্চিমা বিয়ের ভিত্তি হচ্ছে রোমান্টিক প্রেম। এক্ষেত্রে বিয়ে নির্ভর করে তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর। পরিবারের কোন ভূমিকা থাকে না। এই ধরনের বিয়েতে তরুণ-তরুণীর মেলামেশা কোর্টশিপ নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়।

সাম্প্রতিক কালের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। বিয়েকে এখন আর অনিবার্য বলে মনে করা হচ্ছে না। বিয়ের বাইরেও মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে একত্রবাস ও সন্তান জন্মদান করছে। তাছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ হারের দ্রুত বৃদ্ধিও বিয়ের প্রতি আস্থা কমে যাবার আরেকটি কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অর্ন্তবিবাহের উদাহরণ নিচের কোনটি ?

ক. ভারতে জাত-বর্ণ প্রথা

খ. মুসলমানদের মধ্যে চাচাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. কন্যাপণ ও সন্তানপণ পৃথিবীর কত শতাংশ সমাজে দেখা যায় ?

ক. ৫০ খ. ৫৫

গ. ৫৮ ঘ. ৬৩

৩. সন্তানপণ কে পেয়ে থাকে ?

ক. পুরুষ খ. নারী

গ. উভয়ই ঘ. বাবা

৪. যৌতুক প্রথা অত্যন্ত শক্তিশালী কোথায় ?

ক. দক্ষিণ এশিয়া খ. উত্তর-পূর্ব ইউরোপ

গ. দক্ষিণ আমেরিকা ঘ. মধ্য-প্রাচ্য

৫. বাংলাদেশে 'মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ' কত সালে বহুবিবাহ প্রথাকে সীমিত করে দিয়েছে?

ক. ১৯৫১ খ. ১৯৬১

গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৭৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সাম্প্রতিককালে উন্নত বিশ্বে বিয়ের প্রবণতা হ্রাসের কারণ কি ?

২. বর্হিবিবাহ বলতে কি বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিবাহ বলতে কি বুঝায় ? বিবাহের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বা ধরন আলোচনা করুন।

২. বিবাহের শ্রেণীবিভাগ ও ধরনগুলো কি কি ? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।